মৎস্যবার্তা
Fisheries Newsletter

৩য় বর্ষ ঃ ২য় সংখ্যাঃ এপ্রিল-জুন, ২০১৭, প্রকাশনায় ঃ মৎস্য অধিদপ্তর বাংলাদেশ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

মৎস্য উৎপাদন ও সম্প্রসারণে মৎস্য অধিদপ্তরে চলমান "মানসম্মত মৎস্য বীজ ও পোনা উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মৎস্য স্থাপনা পুনর্বাসন ও উন্নয়ন প্রকল্প " এর ভূমিকা

উপজেলা মৎস্য ভবন কাম ট্রেনিং সেন্টার ভবন উদ্বোধন করেন জনাব নারান চন্দ্র চন্দ এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম জলসম্পদে সমৃদ্ধ দেশ। এখানে আছে বৈচিত্রময় ইকোসিস্টেম ও জলজসম্পদ। তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, জলবায়ু পরিবর্তন, মনুষ্যসৃষ্ট কারণ এবং প্রাকৃতিক অবক্ষয়ের কারণে মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন কমে যাওয়া সত্ত্বেও চাষের মাধ্যমে মাছের উৎপাদন ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারের মৎস্য বান্ধব বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা এবং চাষী ও উদ্যোক্তা পর্যায়ে চাহিদা ভিত্তিক কারিগরী পরিসেবা প্রদানের ফলে আবদ্ধ জলাশেয় মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে ৪র্থ। দেশে আমিষের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রায় ৬০% আসে মাছ হতে। দেশে জিডিপিতে মৎস্য সেক্টরে-অবদান ৩.৬১% এবং কৃষিজ জিডিপিতে প্রায় এক চতুর্থংশ (২৪.৪১%)। দেশের ১১% এর অধিক জনগোষ্ঠী এ খাতের বিভিন্ন কার্যক্রমে জড়িত থেকে জীবিকা নির্বাহ করছে।

উত্তরা, ঢাকায় নির্মিত ডিডি কাম ডিএফও অফিস ভবন

নির্মিত বিভাগীয় উপপরিচালকের কার্যলয় ভবন, রংপুর

দেশে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৬১-৬২ সাল হতে ১৯৭৪-৭৫ সালের মধ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতাধীন সরকারীভাবে ১৩৬টি মৎস্য হ্যাচারী এবং নার্সারী স্থাপন করা হয়। সরকারী হ্যাচারী এবং নার্সারী হতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত উৎসাহী এবং উদ্যোগী মৎস্য চাষীগণ ব্যক্তিমালিকানায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উলেখযোগ্য সংখ্যক মৎস্য হ্যাচারী ও নার্সারী স্থাপন করেছেন। সেখান হতে প্রতি বছর কার্প ও দেশীয় প্রজাতির মাছের রেণু ও পোনা উৎপাদনের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে চলছে।

মাছ চাষ বর্তমানে একটি সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র। চাষের সফলতার একটি অন্যতম শর্ত হচ্ছে ভালো ও গুণগতমান সম্পন্ন রেণু ও পোনা প্রাপ্যতা। ভালো জাতের ও গুণগত মানসম্পন্ন রেণু ও পোনার প্রধান উৎস হলো মৎস্য হ্যাচারী ও নার্সারী। দেশে মাছ চাষ সম্প্রসারণের সাথে সাথে গুণগত মানসম্পন্ন রেণু ও পোনার চাহিদা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতি বছর দেশে সরকারীভাবে মাছ উৎপাদনের একটি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা থাকে।

এ লক্ষ্য অর্জন করার জন্য মৎস্য অধিদপ্তরে বিদ্যমান সরকারী হ্যাচারী ও নার্সারীসমূহ অগ্রণীভূমিকা পালন করার স্বার্থে "মানসম্মত মৎস্য বীজ ও পোনা উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মৎস্য স্থাপনা পুনর্বাসন ও উন্নয়ন প্রকল্প " গুরুত্বপূন ভুমিকা পালন করে চলছে। চলমান এ প্রকল্পের মাধ্যমে সরকারী জরাজীর্ণ হ্যাচারী ও নার্সারীগুলো সংস্কারের মাধ্যমে আধুনিকায়ন করে হ্যাচারী ও নার্সারীগুলোকে কৌলিতাত্ত্বিক রেণু ও পোনা উৎপাদনের মডেল রূপে প্রতিষ্ঠিত করে মৎস্য উৎপাদনে অন্যন্য ভূমিকা পালন করে চলেছে। অন্যদিকে এ প্রকল্পের মাধ্যমে মৎস্য সম্প্রসারণ, পরামর্শ, তথ্য আদান প্রদান ও মৎস্য উৎপাদনে সহায়ক কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে

এই সংখ্যায় যা থাকছে-

মৎস্য উৎপাদন ও সম্প্রসারণে মৎস্য অধিদপ্তরে চলমান "মানসম্মত মৎস্য বীজ ও পোনা উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মৎস্য স্থাপনা পুনর্বাসন ও উন্নয়ন প্রকল্প " এর ভূমিকা

সাম্প্রতিককালে অতিবর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলে হাওর অঞ্চলে মাছ মরে যাওয়ার কারণ ও গৃহীত ব্যবস্থা এবং ক্ষয়ক্ষতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন;

সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর কার্যক্রমের সচিত্র প্রতিবেদন;

অবশেষে কারেন্ট জালের উৎপাদন বন্ধ হতে যাচ্ছে;

এনএটিপি-২ প্রহল্পের মৎস্য অধিদপ্তর অংশের সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রমের এ যাবৎ অগ্রগতির প্রতিবেদন;

৩৫তম বিসিএস মৎস্য ক্যাডার কর্মকর্তাদের ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ

অভ্যন্তরিণ মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে আবাসস্থল উন্নয়নের প্রভাব

বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত Network of Aquaculture Centres in Asia-Pacific (NACA) এর ২৮তম গভর্ণিং কাউন্সিল সভা ;

অধিদপ্তরের বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে জরাজীর্ণ দপ্তর সমূহ সংস্কার, সম্প্রসারণ ও নতুন ভবন নির্মাণ করে মৎস্য সম্প্রসারণ কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে চলছে।

এ প্রকল্পে মাধ্যমে এযাবৎ ৬০টি নতুন উপজেলা মৎস্য ভবন কাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মধ্যে জুন ২০১৭ এর মধ্যে ৫৪টি সম্পন্ন হয়েছে এবং জানুয়ারী ২০১৭ হতে মার্চ ২০১৭ এর মধ্যে আরো ৬টি নতুন উপজেলা মৎস্য ভবন কাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ৮টি নতুন জেলা মৎস্য ভবনের মধ্যে জুন ২০১৭ পর্যন্ত ৭টি জেলা মৎস্য ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। নারায়নগঞ্জ জেলা মৎস্য ভবন নির্মাণ কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে যা শীঘ্রই সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। ২টি নতুন বিভাগীয় মৎস্য ভবনের মধ্যে রংপুর বিভাগীয় মৎস্য ভবন নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। উত্তরাস্থ ৯ তলা বিশিষ্ট ঢাকা বিভাগীয় কাম জেলা মৎস্য ভবন নির্মাণ কাজ আগামী অক্টোবর ২০১৭ মাসের মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। অত্র প্রকল্পের আওতায় ৮১টি সরকারী হ্যাচারী, মিনি হ্যাচারী, আঞ্চলিক মৎস্য প্রজনন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সংস্কারের সুযোগ ছিল। ইতিমধ্যে ৪৪ টি সরকারী হ্যাচারী, মিনি হ্যাচারী, আঞ্চলিক মৎস্য প্রজনন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এর সংস্কার কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং জানুয়ারী ২০১৭ হতে মার্চ ২০১৭ এর মধ্যে আরও ৭টি সংস্কার করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় অধিদপ্তরের বিভাগীয়, জেলা ও সাভার প্রশিক্ষণ একাডেমীসহ মোট ৪৮টি স্থাপনার মধ্যে ৪০টি স্থাপনা সংস্কারের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং জানুয়ারী ২০১৭ হতে মার্চ ২০১৭ এর মধ্যে আরও ২টি স্থাপনার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। নির্মিত নতুন বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের স্থাপনাগুলো মাননীয় প্রধান মন্ত্রী, সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, জাতীয় সংসদের সদস্য এবং প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সম্মানীয় সচিব কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়েছে।

সাম্প্রতিককালে অতিবর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলে হাওর অঞ্চলে মাছ মরে যাওয়ার কারণ ও গৃহীত ব্যবস্থা এবং ক্ষয়ক্ষতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন

সুনামগঞ্জ জেলায় হাকালুকি হাওরে পাহাড়ি ঢল ও অতিবর্ষণে হাওড়ের কৃষিজ এলাকা প্লাবিত হওয়ায় এবং কাঁচা ধান পচে পানির পিএইচ ও দ্রবীভূত অক্সিজেন কমে যাওয়ায় হাওর অঞ্চলে কিছু জায়গায় মাছের মড়ক দেখা দেয়।

সাম্প্রতিককালে অতিবর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলে হাওর অঞ্চলের বিস্তীর্ণ কৃষিজমি প্লাবিত হয়ে যায়। পরবর্তীতে হাওর অঞ্চলে পানি দূষণের ফলে কিছু কিছু এলাকায় মাছ মারা যেতে শুরু করে। সে প্রেক্ষিতে মৎস্য অধিদপ্তরের ১৭/০৪/২০১৭ তারিখের মাসিক সমন্বয় সভায় হাওর অঞ্চলের সকল কর্মকর্তাকে মাছ মারা যাওয়ার বিষয়ে সরেজমিনে অনুসন্ধান এবং এ বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণসহ সার্বক্ষনিক ভিজিল্যান্স এ রাখার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। উক্ত নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, সিলেট, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মনবাড়িয়া, কিশোরগঞ্জ এবং নেত্রকোণা জেলায় মোট ৬ টি ভিজিল্যান্স টিম গঠন করা হয়। উক্ত ভিজিল্যান্স টিম হাওরসমূহ পরিদর্শণ ও পানির গুণাগুণ পরীক্ষা করেছে। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম সচিবের নেতৃত্বে একটি পরিদর্শন টিম বিভিন্ন জেলায় মাঠ পরিদর্শনে নিয়োজিত ছিলেন।

জেলাসমূহ হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী অতিবর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলে হাওর এলাকার কৃষিজমি প্লাবিত হয়। পরবর্তীতে কাঁচা ধান পচে গিয়ে হাওরের পানির পিএইচ সর্বনিম্ন ৫ ও দ্রবীভূত অক্সিজেন এর পরিমান নেত্রকোনা জেলার ডিঙ্গাপোতা হাওরে .০২ পিপিএম সর্বনিম্ন এ নেমে আসে যেখানে পিএইচ এর স্বাভাবিক মাত্রা ৬.৫ হতে ৯.০ এবং ও অক্সিজেনের স্বাভাবিক মাত্রা ৩.০-৪.০ পিপিএম। অপরদিকে অ্যামোনিয়ার পরিমান বৃদ্ধি পেয়ে ১.০০ পিপিএম হয়ে যায় যেখানে অ্যামোনিয়ার সর্বনিম্ন লিথ্যাল মাত্রা ০.২ পিপিএম। পানির পিএইচ ও দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমান কমে যাওয়া এবং অ্যামোনিয়ার পরিমান বেড়ে যাওয়ার ফলে পানিতে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এর ফলে হাওর অঞ্চলের কিছু কিছু এলাকায় মাছ মারা গিয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

এ পর্যন্ত প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী, মৌলভীবাজার জেলায় ২৫ মে. টন, সুনামগঞ্জ জেলায় ৪৯.৭৫ মে.টন, নেত্রকোণা জেলায় ১১৮০.৮৫ মে.টন এবং সিলেট জেলায় ২১.০০ মে.টনসহ সর্বমোট ১২৭৬.৬০ মে.টন মাছ মারা যাওয়ার তথ্য পাওয়া গেছে। তবে কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ এবং ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলা হতে মাছ মারা যাওয়ার কোন তথ্য পাওয়া যায় নাই।

উল্লিখিত ৭ টি জেলার হাওরসমূহে সার্বক্ষনিক ভিজিল্যান্সসহ পানির বিভিন্ন ভৌত-রাসায়নিক গুণাগুণ (পিএইচ, দ্রবীভূত অক্সিজেন, অ্যামোনিয়া, টিডিএস) নিয়মিত পরীক্ষা করা হয়েছে। জনসচেতনতার জন্য মৎস্য অধিদপ্তর ও উপজেলা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে মৃত মাছ না খাওয়ার বিষয়ে মাইকিং করা হয়েছে, মসজিদের ইমামদের মাধ্যমে প্রচার, লিফলেট বিতরণ এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এ বিষয়ে প্রচারণা চালানো হয়। ক্ষতিগ্রস্ত হাওরসমূহে পানির গুণাগুণ উন্নয়নের জন্য চুন, জিওলাইট, অক্সিফ্লো ইত্যাদি প্রয়োগ করা হয়। মৎস্য অধিদপ্তর হতে মৌলভীবাজার জেলায় ৩.০০ লক্ষ টাকা, সুনামগঞ্জ জেলায় ১.৫০ লক্ষ টাকা এবং নেত্রকোণা জেলায় ৩.৭০ লক্ষ টাকাসহ সর্বমোট ৮.২০ লক্ষ টাকা ইতোমধ্যে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ২২/০৪/২০১৭ তারিখ পর্যন্ত মৌলভীবাজার জেলার ক্ষতিগ্রস্থ হাওরসমূহে ১৫ মে.টন চুন, সুনামগঞ্জ জেলায় ৭.৬৩৭ মে.টন চুন ও ৫ম.টন জিওলাইট এবং নেত্রকোণা জেলায় ১০.৩১ মে.টন চুন ও ১৩৪.৫০ কেজি অক্সিফ্লো প্রয়োগ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, বিগত ১৯/৪/২০১৭ তারিখ হতে প্রচুর বৃষ্টিপাত হওয়ায় হাওরের পানি অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি চুন, জিওলাইট, অক্সিফ্লো ইত্যাদি প্রয়োগের ফলে পানির পিএইচ ও দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অ্যামোনিয়ার পরিমান অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। পানির গুণাগুণ উন্নয়নের ফলে জলাশয়সমূহে বর্তমানে গড় পিএইচ ৭.০, অক্সিজেন ৫.০ পিপিএম এবং অ্যামোনিয়া ০.১ হতে ০.৫ পর্যন্ত পাওয়া গেছে, যা পুরোপুরি স্বাভাবিক হতে কিছু সময় প্রয়োজন হবে। উল্লেখ্য, ২২/০৪/২০১৭ তারিখ মাছ মারা যাওয়ার কোন তথ্য পাওয়া যায় নাই। হাওর এলাকায় উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত সকল কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হবে।

মৌলভীবাজার জেলার ৪০০০ জন, সুনামগঞ্জ জেলার ৪৪,৪৪৫ জন, নেত্রকোণা জেলার ১৬৫২৮ জন এবং সিলেট জেলার ৯৬৫৩ জনসহ সর্বমোট ৭৪৬২৪ জন মৎস্যজীবী ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন। উক্ত ক্ষতিগ্রস্থ মৎস্যজীবীদের জনপ্রতি ২০ কেজি হিসেবে ১ মাসের জন্য ১৪৯২.৪৮ মে. টন বরাদ্দ প্রদান করার জন্য সুপারিশ করা হয়।

অদ্য ৫/৬/১৭ খ্রি. তারিখে সী রিসোর্সেস লিঃ এর সম্মেলন কক্ষে সংস্থার বিভিন্ন ফিশিং জাহাজের স্কীপার ও চীফ অফিসারদের নিয়ে দায়িত্বশীল মৎস্য আহরণ আচরণ বিধি (CCRF) ও ওটট ফিশিং প্রতিরোধ বিষয়ক এক প্রশিক্ষন কর্মসুচি অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষন কর্মসুচি উদ্বোধন করেন সংস্থার প্রধান নির্বাহী (অপারেশন) জনাব মোস্তাক আহমেদ। প্রশিক্ষনে অতিথি বক্তা জনাব অধীর চন্দ্র দাস, সহকারী পরিচালক, কোর্স সমন্বয়কারী জনাব সুমন বড়ুয়া, সহকারী পরিচালক, প্রশিক্ষক মোঃ জহিরুল হক এবং মোঃ মনজুর আলম, পরিদর্শক উক্ত প্রশিক্ষন কার্যক্রম পরিচালনা করেন। প্রশিক্ষনে সার্বিক সহযোগীতা করেন সংস্থার ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার জনাব শওকত আলী।

গত ১১/০৬/২০১৭ খ্রি.তারিখে কর্ণফুলী নদীতে অবস্থানরত এফ.ভি. গ্যাডিয়েটর জাহাজে স্কীপার ও অফিসারদের নিয়ে সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ ১৯৮৩ ও তদাধীনে প্রণীত বিধিমালা এবং মাছের আহরণোত্তর উত্তম ব্যবস্থাপনার ওপর এক প্রশিক্ষন কর্মসুচি অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষনে অতিথি বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক (সামুদ্রিক) জনাব এম আইগোলদার। কোর্স সমন্বয়কারী সুমন বড়ুয়া, সহকারী পরিচালক, প্রশিক্ষক মোঃ জহিরুল হক, পরিদর্শক এবং মোঃ মনজুর আলম, পরিদর্শক উক্ত প্রশিক্ষন কার্যক্রম পরিচালনা করেন। সার্বিক সহযোগীতা প্রদান করেছেন সিনিয়র স্কীপার জনাব জসিম উদ্দিন হেলালী, মোঃ অব্দুল হাই রুবেল, ম্যানেজার অপারেশন, কন্টিনেন্টাল মেরীন ফিশারিজ লিঃ।

অবশেষে কারেন্ট জালের উৎপাদন বন্ধ হতে যাচ্ছে

এক তন্তুবিশিষ্ট (Monofilament) নাইনল সূতা দ্বারা তৈরী বিভিন্ন মেস (ফাস) বিশিষ্ট জালই কারেন্ট জাল নামে পরিচিত। জালটির সূতা খুবই চিকুন, স্বচ্ছ হওয়ায় পানিতে ছড়িয়ে (স্থানীয় ভাষায় জাল পেতে রাখা বলে) রাখলে মাছ চোখে দেখতে পায় না। কাছে গেলেই মাছ জালের সংগে

জড়িয়ে যায়। মাছের বিভিন্ন পাখনাসহ দেহ এমনভাবে জালের সংগে জড়িয়ে যায় যে, মাছ ঐ জাল থেকে নিজেকে আর ছাড়িয়ে নিতে পারে না। ফলে মাছ জেলেদের কাছে ধরা পড়ে। ছোট বড় সব প্রকৃতির মাছই এ জালে ধরা পড়ে। এ জালটির ব্যবহার উন্মুক্ত জলাশয়ে বিশেষ, বিলে, প্লাবনভূমিতে, খালে, নদীতেই বেশী হয়। এ জালের ব্যবহারে জেলেরা স্বাচ্ছন্দ বোধ করে এজন্য যে, ওজনে হালকা, মূল্য কম এবং মাছ বেশী পাওয়া যায়। যতদূর জানা যায় ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দ হতে এ জালের ব্যবহার শুরু হয়।

উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন তখন হতেই কমতে থাকে। এজন্য অন্যান্য অনেক কারনের মধ্যে উন্মুক্ত জলাশয়ে কারেন্ট জালের ব্যবহার অন্যতম কারণ হিসাবে চিহ্নিত হয়। যার জন্য এ জালের ব্যবহারের উপর

নিষেধাজ্ঞা জারী হয়। কিন্তু এজালের উৎপাদনকারীরা মুনাফা বেশী পাওয়ার কারণে নিষেধাজ্ঞার উপরে বিভিন্নভাবে আদালতের স্থীগতাদেশ দিতে থাকে। মৎস্য বিশেষজ্ঞগনের পরামর্শে বিভিন্ন কর্মশালার সুপারিশের প্রেক্ষিতে জালটির উৎপাদন, বিপনণ, ব্যবহার বন্দে আইন হয়। আইনের সাপোর্টে বিধিমালা প্রণীত হয়।

আইনানুযায়ী ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দে জাল তৈরীর কারখানা বন্ধ (সীলগালা) করে

দেয়া হয়। কিন্তু জাল কারখানা মালিকগণ জালটি বিদেশে রপ্তানী, বেড়া দিতে ব্যবহার, অনেক পুঁজি বিনিয়োগ, অনেক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণের সংশ্লিষ্টতার অজুহাত দেখিয়ে কোর্ট থেকে তাদের পক্ষের রায় নেয় সীলগালা করে কারখানা বন্ধ করা যাবে না মর্মে। কিন্তু আইনের প্রয়োগ অব্যাহত থাকে। সারাদেশে আইন অনুযায়ী জাল ধরে ধ্বংস করার কার্যক্রম পালিত হতে থাকে। এ প্রেক্ষিতে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যেহেতু মুন্সীগঞ্জ জেলা হতেই প্রায় ৯৫ ভাগ কারেন্ট জাল তৈরী হয়, সেখানে উৎপাদন বন্ধ করলে সারাদেশে এজালের ব্যবহার হয় না এবং জাল ধ্বংসের ফলে জেলেরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

একারণে মৎস্য প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিশেষ সভার সিদ্ধান্ত, মৎস্য অধিদপ্তরের নির্দেশনাও মুন্সিগঞ্জ জেলা টাস্ক ফোর্স কমিটির কার্যকরি কিন্তু পদক্ষেপের ফলে জাল তৈরী কারখানাগুলো অনেকটাই তাদের উৎপাদন হতে পিছিয়ে যেতে থাকে। কিন্তু সম্পূর্ণ বন্ধ হচ্ছিল না। জাল তৈরী কারখানায় উপর্যুপরী মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে অভিযান পরিচালনা করার ফলে, বিদ্যুৎ লাইন বিচ্ছিন্ন করার ফলে, পরিবেশের ছাড়পত্র বাতিলের উদ্যোগ গ্রহণের ফলে, ট্রেড লাইসেন্স বাতিল, জাল ও জাল তৈরীর সামগ্রী জব্দ ও ধ্বংস এবং মালিকগণকে জরিমানার কার্যক্রম পরিচালনায় জাল তৈরীর কারখানায় মালিকগণ অনেকটা দিশেহারা হয়ে পড়ে। মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়ের সাম্প্রতিককালের একটি পত্রের মাধ্যমে সারাদেশেই এ জালের বিপণন ও ব্যবহার বন্ধে জোরদার পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশনা পাওয়ায় এবং সারাদেশে এজাল বিপণনে বাধাগ্রস্ত হওয়ায় জাল তৈরী মালিকগঞ্জ চোরাইভাবে উৎপাদিত ও বিক্রিত জালের মূল্য পকেটে তুলতে না পারায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে।

এমনি সময়ে মুন্সীগঞ্জের মৎস্য অধিদপ্তরের উদ্যোগে জেলা প্রশাসনকে এগিয়ে আনা হয় জাল তৈরী কারখানা মালিকগনের সাথে মতবিনিময় করে এ কারেন্ট জাল উৎপাদন বন্ধে আহবান জানাতে।

সে মতে, গত ১২/০৯/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে মুন্সীগঞ্জের জেলা প্রশাসক জনাব সায়লা ফারজানার সভাপতিত্বে সকাল ১১:০০ ঘটিকায় সার্কিট হাউজ হলঘরে সভা হয়। সভায় পুলিশ সুপার জনাব মোঃ জায়েদুল আলম পিপিএম, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মোঃ অলিয়ুর রহমান, মুন্সীগঞ্জ পৌরসভার মেয়র, হাজী মোঃ ফয়সাল বিপ্লব উপস্থিত ছিলেন এবং এ বিষয়ে জাল উৎপাদন বন্ধে জাল উৎপাদন মালিকদেরকে বিভিন্নভাবে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেন। পরিবেশ অধিপ্তরের উপ-পরিচালক, পল্লী বিদ্যুতের ডিজিএম, মৎস্য অধিপ্তরের সদর উপজেলার সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। জাল তৈরী কারখানা মালিকগণ তাদের পক্ষে কিছু অজুহাত তুলে ধরেন। তারা বলেন অনেক মালিক শ্রমিক এ কাজে জড়িত তারা বেকার হয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। ব্র্যাক, ব্যাংক প্রতিষ্ঠান, বিসিক হতে গৃহিত ঋণের কারণে মালিকগঞ্জ দেউলিয়া হয়ে যাবেন ইত্যাদি। সকল অজুহাত শুনে পাল্টা যুক্তিতর্ক ও জেলা মৎস্য কর্মকর্তার পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনার মাধ্যমে এজালের ক্ষতিকর দিক বিবেচনায় জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার অনঢ় থাকেন এ মর্মে যে এজালের উৎপাদন বন্ধ করতেই হবে। জেলা প্রশাসক তাদেরকে আশ্বাস্থ করেন প্রয়োজন হলে তিনি গরীব জালকারখানা মালিকগণকে কিভাবে সহায়তা করা যায় তাও সরকারের নিকট উপস্থাপন করবেন। কিন্তু এজাল উৎপাদন আজ থেকে বন্ধ করতে হবে এবং এদিনটি মুন্সীগঞ্জ জেলার জন্য তথা মৎস্য সম্পদ রক্ষার বিষয়ে সারাদেশের এ সংশ্লিষ্ট গণমানুষের জন্য ইতিহাস হয়ে থাকবে মর্মে ঘোষণা দেন।

পরিশেষে জাল তৈরীর কারখানা মালিকগণ অদ্য হতেই এ জাল (কারেন্ট জাল) উৎপাদন বন্ধ করবেন এবং আগামী তিনমাসের মধ্যে সকল কারেন্ট জাল তৈরীর মেশিন অর্থাৎ মনোফিলামেন্ট জাল তৈরীর মেশিন মালটিফি-লামেন্ট জাল তৈরীর মেশিনে রূপান্তর করবেন মর্মে অঙ্গীকার করেন।

অবশেষে সকলেই আশ্বস্থবোধ করেন মুন্সীগঞ্জ জেলায় কারেন্টজাল তৈরী বন্ধ হতে যাচ্ছে।

এনএটিপি-২ প্রকল্পের মৎস্য অধিদপ্তর অংশের সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রমের এ যাবৎ অগ্রগতি

জামালপুর সদরে পুকুরপাড়ে এনএটিপি-২ কর্মকর্তাদের জয়রামপুর সিআইজি মৎস্যচাষি সমিতির সদস্যবৃন্দেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান।

বাংলাদেশ এখনও প্রধানত একটি কৃষি নির্ভর অর্থনীতির দেশ। যদি ২০২১ সনের মধ্যে দেশকে আমরা মধ্য আয়ের দেশে পরিণত করতে চাই তাহলে এদেশের গ্রামীণ উন্নয়নের ধারা শহর এলাকার উন্নয়নের সাথে একই গতিতে আনা প্রয়োজন। সরকার বিশ্বব্যাংক, IFAD এবং USAID এর আর্থিক সহায়তায় গ্রামীণ কৃষির উন্নয়ন তথা কৃষকের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৩ পর্যায়ে ১৫ বছরের এক কৃষি উন্নয়ন করমসূচি বাস্তবায়ন করছে। প্রথম পর্যায়ের (২০০৯-২০১৪ খ্রিঃ) সফল সমাপ্তির পর বর্তমানে ২য় পর্যায়ের (২০১৬-২০২১ খ্রিঃ) কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। প্রথম পর্যায়ের একটি বিশেষ শিক্ষনীয় বিষয় হলো: কেবল উন্নত প্রযুক্তিই উৎপাদন বৃদ্ধিসহ কাংক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে সক্ষম নয়, পাশাপাশি প্রয়োজন যথাযথ উৎপাদন সামগ্রীর প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা এবং চাষিদের উৎপাদনশীলতাকে লাভজনকভাবে টেকসই করার জন্য আহরনোত্তর ও বাজার ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা বৃদ্ধি। মাছের উৎপাদনশীলতা ও উৎপাদন, গুণগতমান এবং বাজারজাতকরণে চাষিদের প্রবেশাধিকার বৃদ্ধির জন্য প্রকল্পের আওতায় যেসকল ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করা হবে তা হলো:

১. অভ্যন্তরীণ মৎস্যচাষ ও অভ্যন্তরীণ মৎস্য আহরণ কার্যক্রমের স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নে সহায়তা প্রদান;

২. উন্নত মৎস্য অন্তর্ভূক্ত করে নির্বাচিত মৎস্য উৎপাদন মডেলসমূহকে প্রণোদনা প্রদান;

৩. মানসম্মত মৎস্য পোনা উৎপাদনে সহায়তা প্রদান;

৪. সঠিক গুণগত মানসম্পন্ন মৎস্য খাদ্য ব্যবহার করায় সহায়তা প্রদান;

৫. সমাজ ভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনাসহ সংশিষ্ট মৎস্য ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ;

৬. নির্দিষ্ট বিলসমূহের সংস্কার (Restore) ও উন্নয়ন;

৭. বাজারে চাষিদের প্রবেশ উন্নতর কার জন্য লাগসই মার্কেল লিংকেজ তৈরি;

৮. সংশিষ্ট সুযোগ-সুবিধার উন্নয়নসহ মৎস্য খাদ্যের উন্নয়নে মান নিয়ন্ত্রনে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা;

৯. জলবায়ু-সহনশীল এবং উদ্ভাবনী মৎস্যচাষ প্রযুক্তি ব্যবহারে প্রণোদনা প্রদান;

১০. সম্প্রসারণ সেবা প্রসারের লক্ষ্যে স্থানীয় মৎস্য সম্প্রসারণ প্রতিনিধি (LEAF) মনোনয়ন, কারিগরী দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি;

১১. তথ্য প্রযুক্তি-ভিত্তিক সম্প্রসারণ পদ্ধতি প্রয়োগ;

১২. মৎস্য গবেষণার সাথে সংযোগ শক্তশালী করার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ;

১৩. নির্বাচিত মৎস্য পণ্য বাজারজাতকরণে ক্ষুদ্র মৎস্য চাষিদের সহায়তা করা;

১৪. নির্বাচিত জেলায় মৎস্য বাজারজাতকরণ অবকাঠামো স্থাপন ও ব্যবস্থাপনায় সহায়তা প্রদান;

১৫. নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ ও গ্রামীণ মৎস্য কাযক্রমে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ম্যাচিং গ্রান্ট স্কিম (Agricultural Innovation Fund- AIF-২) গ্রহণ ও পরিচালনা: ক) নতুন প্রযুক্তি গ্রহণে চাষিদলের জন্য- AIF-২ এবং খ) উপযুক্ত গ্রামীণ উদ্যোক্তাদের জন্য AIF-৩ বাস্তবায়নাধীন ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেইজ ও প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) এর মৎস্য অধিদপ্তর অংশের কার্যক্রম বিগত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখ হতে শুরু হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তর অংশে২৭৭.৯১ কোটি টাকা প্রকল্প সহায়তাসহ মোট প্রকল্প ব্যয় ৩৮৮.২৮কোটি টাকা। বর্তমানে ৫৭টি জেলার ২৭০টি উপজেলায় মাঠ পর্যায়ের কাযক্রম বাস্তবায়ন চলছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য চলমান কার্যক্রম সমূহ সংক্ষেপে নিম্নে উলেখ করা হলো:

- সিআইজি গঠন ও লিফ নির্বাচনঃ গ্রাম পর্যায়ে মৎস্যচাষ সম্প্রসারণের কার্যকর মাধ্যম হিসেবে একই স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মৎস্য চাষিদের ২০ সদস্য বিশিষ্ট দল (Common Interest Group: CIG) প্রতিটি ইউনিয়নে ২টি করে প্রকল্পের নূতন ১৫৩টি উপজেলায় গঠন করা হয়েছে। এনএটিপি-১ এর পুরাতন ২২৫৮টি সাথে নবগঠিত ২৯৯৭টি যোগে মোট ৫২৫৫ টি সিআই-জি এখন সক্রিয়। সকল সিআইজি সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতায় নিবন্ধিত হবে। ইতোমধ্যে অধিকাংশ সিআইজি নিবন্ধিত হয়েছে। সকল সিআইজি ইতোমধ্যে কার্যক্রমের অংশ হিসেবে নিজেদের ব্যাংকে সঞ্চয়ী হিসাব খুলেছে।

একইভাবে নূতন ১৪৯৯ জনসহ মোট ২৬৩৭ জন লিফকে (Local Extension Agent for Fisheries: LEAF) ইউনিয়ন পর্যায়ে সক্রিয় করা হয়েছে। লিফগণ মাঠ পর্যায়ের চাষিদের নিকট মৎস্যচাষ বিষয়ক সকল তথ্য সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে উপজেলা মৎস্য কার্যালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট থেকে সার্বিক সম্প্রসারণ কার্যক্রমের বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে চলেছেন।

- চাষি প্রশিক্ষণঃ সিআইজিভুক্ত সকল চাষিকে ১দিন ব্যাপি মৎস্যচাষ ও দলীয় কার্যক্রম পরিচালনা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে।
- এক্সটেনসন মাইক্রো পরিকল্পনা প্রণয়নঃ ইতোমধ্যে সকল সিআইজি ২০১৬-১৭ সনের বার্ষিক এক্সটেনসন মাইক্রো পরিকল্পনা প্রণয়ন সম্পন্ন করেছে।
- নবনিযুক্ত সম্প্রসারণ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণঃ 'প্রকল্প বাস্তবায়ন ও মৎস্যচাষে খাদ্য নিরাপত্তা' শীর্ষক ৩দিন ব্যাপি প্রশিক্ষণ প্রকল্পে নবনিযুক্ত সম্প্রসারণ কর্মকর্তাদের জন্য আরম্ভ হয়েছে এবং ইতোমধ্যে ২ ব্যাচে ৪০ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়েছেন। অবশিষ্ট সম্প্রসারণ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন।
- জেলা পর্যায়ে কর্মশালাঃ প্রকল্পভূক্ত প্রতি জেলায় ১টি অর্ধবার্ষিক পরিবীক্ষণ কর্মশালা ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। কর্মশালা বাস্তবায়নের প্রধান উদ্দেশ্য প্রকল্প বাস্তবায়নকারী মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মকর্তা, কর্মচারি ও লিফদেরকে প্রকল্প বিষয়ে সম্যক অবহিত করা এবং বাসস্তবায়ন বিষয়ে মাঠপর্যায়ের অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং বাস্তবায়নের সমস্যাসমূহ দূর করা।

মৎস্যচাষ প্রযুক্তি প্রদর্শনী, মাঠদিবস উদযাপন, অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর, ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কার্যকর করার জন্য প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থাদি নেয়া হয়েছে। খুব শিঘ্রই এসব বাস্তবায়নের কাজ আরম্ভ করা হবে। এছাড়া তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় লিফদেরকে প্রস্তুত করে মাঠ পর্যায়ে চাষিদের জন্য তথ্য আদান প্রদানের কাজ যুগোপযোগী করা, ৪০ টি বিল উন্নয়ন ও মাছ চাষ কার্যক্রমের জন্য সংশ্লিষ্ট চাষিদের সংগঠিত করে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান, অভয়াশ্রম স্থাপন, এগ্রিকালচারাল ইনোভেশন ফান্ড পরিচালনা, Purline brood কার্যক্রম, বিল নার্সারী স্থাপন, আহরণোত্তর উন্নত মৎস্য পরিচর্যা ও বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদান, ইত্যাদি বহুবিধ কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তুতিমূলক কার্যাবলি এখন চলছে।

প্রাথমিক ভিত্তিমূলক এই সমুদয় কাজ এনএটিপি-২ এর কার্যক্রমকে এনএ-টিপি-১ এর ন্যায় সফল করতে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়। উল্লেখ্য, মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সফল বাজারজাতকরণের মাধ্যমে সংশিষ্ট চাষিদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন এই সফলতার অন্যতম মাপকাঠি।

৩৫তম বি সি এস (মৎস্য) ক্যাডার কর্মকর্তাদের ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ

৩৫ তম বিসিএস (মৎস্য) ক্যাডারের নব নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের ০২/০৫/২০১৭ হতে ০৪/০৫/২০১৭ পর্যন্ত তিন দিন ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়। প্রশিক্ষণ কর্মসূচিটি মৎস্য অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। ৩৫ তম বিসিএস এর মাধ্যমে এবার ২৮ কর্মকর্তা (মৎস্য)ক্যাডারে চূড়ান্তভাবে মনোনীত হন যার মধ্যে ২৭ জন যোগদান করেন। ওরিয়েন্টেশন কোর্সটি উদ্বোধন করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ মাকসুদুল হাসান খান। প্রশিক্ষণে মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচা-লক সৈয়দ আরিফ আজাদ নবীন কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। তাছাড়া অধিদপ্তরের আরো ১৮ জন কর্মকর্তা মৎস্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা প্রদান করেন।

অভ্যন্তরিণ মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আবাসস্থল উন্নয়ন

জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে কাজের গতিধারা ও মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাটি খননের মাধ্যমে জলাশয় সংস্কারের শুভসূচনা করছেন সৈয়দ আরিফ আজাদ, মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তরের বাংলাদেশ

বালাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান এবং প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য মৎস্য সম্পদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ। এদেশে রয়েছে অসংখ্য নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুর-দিঘি, হাওড়-বাওড়, মৌসুমী জলাশয়। অতীতে এসকল জলাশয় হতে প্রায় ৯০% মাছ উৎপাদন হত। বর্তমানে প্রাকৃতিক ও মানুষ্যসৃষ্ট নানাবিধ কারণে এসকল জলাশয় ভরাট হওয়ার কারণে উৎপাদন প্রায় ২৮ শতাংশে নেমে এসেছে। দেশের আপামর জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা পুরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সর্বোপরি জাতীয় অর্থনীতিতে মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। জিডিপিতে মৎস্য সেক্টরের অবদান প্রায় ৩.৬৫ শতাংশ। দেশের মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় ১১ শতাংশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাদের জীবিকার জন্য মৎস্য সেক্টরের উপর নির্ভরশীল। ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর বাসস্থান ও অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে মাছের আবাসস্থল ক্রমশ: সংকচিত হচ্ছে ফলে প্রাকৃতিক উৎসের মৎস্য উৎপাদন আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে দেশে ৭.৮৯ লক্ষ হেক্টর বদ্ধ ও আধা-বদ্ধ জলাশয় রয়েছে যার মধ্যে প্রায় ০.১০ লক্ষ খাস পুকুর, দিঘি, বদ্ধ খাল, মরানদী, বাঁওড়, বিল, ও বরোপিট পতিত অবস্থায় রয়েছে । এসকল জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মৎস্যচাষের উপযোগী করা হলে গ্রামীণ জনপদে একদিকে যেমন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে অন্য দিকে পতিত জলাশয় মাছ চাষের আওতায় আসার ফলে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। বর্তমান সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অন্যতম সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে মৎস্য সেক্টরের উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। তারই অংশ হিসেবে দেশের ৫৩ টি জেলার ২৩১ টি উপজেলায় পতিত জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

- টেকসই মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন প্রচেষ্টাকে ত্বরান্বিত করা;
- পতিত জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করে পুষ্টির চাহিদা পূরণ;
- মাছ চাষের উন্নত প্রশিক্ষণ, সম্প্রসারণ সেবা এবং মৎস্য চাষের প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহের মধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র মৎস্য চাষী, মৎস্যজিবি, বেকার যুবক ও দুস্থ মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধি করা ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা ;
- সমাজভিত্তিক মৎস্যচাষ ব্যবস্থার সূচনা করা এবং উন্নয়নকৃত জলাশয়ে সুফলভোগীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা এবং
- পতিত জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে আবাসস্থল পুনরুদ্ধার করে পরিবেশ বান্ধব মাছ চাষ এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ নিশ্চিত করা।

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম সমূহঃ

- প্রশিক্ষণ প্রদান
- প্রদর্শনী খামার স্থাপন (১৯৫ টি)
- পাইপ কালভার্ট নির্মাণ (৪০০ টি)
- পুকুর দিঘি পুন:খনন (৪৮৮টি ৫৭৫ হেক্টর)
- বিল/মরানদী খাল পুনঃখনন ১১০ টি ৪৫০ হেক্টর

প্রকল্পের অগ্রগতিঃ

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম জলসম্পদে সমৃদ্ধ দেশ। এখানে আছে বৈচিত্রময় ইকোসিস্টেম ও জলসসম্পদ । তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, জলবায়ু পরিবর্তন, মনুষ্যসৃষ্ট কারণ এবং প্রাকৃতিক অবক্ষয়ের কারণে মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন কমে যাওয়া সত্ত্বেও চাষের মাধ্যমে মাছের উৎপাদন ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারের মৎস্য বান্ধব বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা এবং চাষী ও উদ্যোক্তা পর্যায়ে চাহিদা ভিত্তিক কারিগরী পরিসেবা প্রদানের ফলে আবদ্ধ জলাশেয় মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে ৪র্থ। দেশে আমিষের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রায় ৬০% আসে মাছ হতে। দেশে জিডিপিতে মৎস্য সেক্টরের অবদান ৩.৬১% এবং কৃষিজ জিডিপিতে প্রায় এক চতুর্থংশ (২৪.৪১%)। দেশের ১১% এর অধিক জনগোষ্ঠী এ খাতের বিভিন্ন কার্যক্রমে জড়িত থেকে জীবিকা নির্বাহ করছে।

দেশে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৬১-৬২ সাল হতে ১৯৭৪-৭৫ সালের মধ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতাধীন সরকারীভাবে ১৩৬টি মৎস্য হ্যাচারী এবং নার্সারী স্থাপন করা হয়। সরকারী হ্যাচারী এবং নার্সারী হতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত উৎসাহী এবং উদ্যোগী মৎস্য চাষীগণ ব্যক্তিমালিকানায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মৎস্য হ্যাচারী ও নার্সারী স্থাপন করেছেন। সেখান হতে প্রতি বছর কার্প ও দেশীয় প্রজাতির মাছের রেণু ও পোনা উৎপাদনের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে চলছে।

সংস্কারকৃত জলাশয়

মাছ চাষ বর্তমানে একটি সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র। চাষের সফলতার একটি অন্যতম শর্ত হচ্ছে ভালো ও গুণগতমান সম্পন্ন রেণু ও পোনা প্রাপ্যতা। ভালো জাতের ও গুণগত মানসম্পন্ন রেণু ও পোনার প্রধান উৎস হলো মৎস্য হ্যাচারী ও নার্সারী। দেশে মাছ চাষ সম্প্রসারণের সাথে সাথে গুণগত মানসম্পন্ন রেণু ও পোনার চাহিদা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতি বছর দেশে সরকারীভাবে মাছ উৎপাদনের একটি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা থাকে। এ লক্ষ্য অর্জন করার জন্য মৎস্য অধিদপ্তরে বিদ্যমান সরকারী হ্যাচারী ও নার্সারীসমূহ অগ্রণীভূমিকা পালন করার স্বার্থে "মানসম্মত মৎস্য বীজ ও পোনা উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মৎস্য স্থাপনা পুনর্বাসন ও উন্নয়ন প্রকল্প "

কার্যক্রমের বিবরণ	২০১৫-১৬ অর্থ বছর		২০১৬-১৭ অর্থ বছর		মোট	
	সংখ্যা	আয়তন	সংখ্যা	আয়তন	সংখ্যা	আয়তন
পুকুর দিঘি পুন:খনন	৩০	১১.৭৫২	১৪৭	১০৬.০৭৫	১৭৭	১১৭.৮২৭
খালবিল পুন:খনন	৪	৮.৩৮৪	৪৫	৯৫.৩৩	৪৯	১০৩.৭১৪
সর্বমোট জলাশয় পুন:খনন	৩৪	২০.১৩৬	১৯২	২০১.৪০৫	২২৬	২২১.৫৪১
প্রদর্শনী খামার স্থাপন			৬৪	৩৭.৮৭	৬৪	৩৭.৮৭
প্রশিক্ষণ প্রদান			৩২৭৫ জন			

গুরুত্বপূন ভুমিকা পালন করে চলছে। চলমান এ প্রকল্পের মাধ্যমে সরকারী জরাজীর্ণ হ্যাচারী ও নার্সারীগুলো সংস্কারের মাধ্যমে আধুনিকায়ন করে হ্যাচারী ও নার্সারীগুলোকে কৌলিতাত্ত্বিক রেণু ও পোনা উৎপাদনের মডেল রূপে প্রতিষ্ঠিত করে মৎস্য উৎপাদনে অন্যন্য ভূমিকা পালন করে চলেছে। অন্যদিকে এ প্রকল্পের মাধ্যমে মৎস্য সম্প্রসারণ, পরামর্শ, তথ্য আদান প্রদান ও মৎস্য উৎপাদনে সহায়ক কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে অধিদপ্তরের বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে জরাজীর্ণ দপ্তর সমূহ সংস্কার, সম্প্রসারণ ও নতুন ভবন নির্মাণ করে মৎস্য সম্প্রসারণ কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে চলছে।

এ প্রকল্পে মাধ্যমে এযাবৎ ৬০টি নতুন উপজেলা মৎস্য ভবন কাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মধ্যে জুন ২০১৭ এর মধ্যে ৫৪টি সম্পন্ন হয়েছে এবং জানুয়ারী ২০১৭ হতে মার্চ ২০১৭ এর মধ্যে আরো ৬টি নতুন উপজেলা মৎস্য ভবন কাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ৮টি নতুন জেলা মৎস্য ভবনের মধ্যে জুন ২০১৭ পর্যন্ত ৭টি জেলা মৎস্য ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। নারায়নগঞ্জ জেলা মৎস্য ভবন নির্মাণ কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে যা শীঘ্রই সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। ২টি নতুন বিভাগীয় মৎস্য ভবনের মধ্যে রংপুর বিভাগীয় মৎস্য ভবন নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। উত্তরাস্থ ৯ তলা বিশিষ্ট ঢাকা বিভাগীয় কাম জেলা মৎস্য ভবন নির্মাণ কাজ আগামী অক্টোবর ২০১৭ মাসের মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। অত্র প্রকল্পের আওতায় ৮১টি সরকারী হ্যাচারী, মিনি হ্যাচারী, আঞ্চলিক মৎস্য প্রজনন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সংস্কারের সুযোগ ছিল। ইতিমধ্যে ৪৪ টি সরকারী হ্যাচারী, মিনি হ্যাচারী, আঞ্চলিক মৎস্য প্রজনন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এর সংস্কার কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং জানুয়ারী ২০১৭ হতে মার্চ ২০১৭ এর মধ্যে আরও ৭টি সংস্কার করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় অধিদপ্তরের বিভাগীয়, জেলা ও সাভার প্রশিক্ষণ একাডেমীসহ মোট ৪৮টি স্থাপনা সংস্কার ও সম্প্রসারণের সুযোগ ছিল। ইতিমধ্যে ৪০টি স্থাপনা সংস্কারের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং জানুয়ারী ২০১৭ হতে মার্চ ২০১৭ এর মধ্যে আরও ২টি স্থাপনার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। নির্মিত নতুন বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের স্থাপনাগুলো মাননীয় প্রধান মন্ত্রী, সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, জাতীয় সংসদের সদস্য এবং প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সম্মানীয় সচিব কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়েছে।

Network of Aquaculture Centres in Asia-Pacific (NACA) এর ২৮তম গভর্ণিং কাউন্সিল সভা বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত

NACA এর ২৮তম গভর্ণিং কাউন্সিল সভা গত ২৫ - ২৬ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে Hotel Lake Castle, ঢাকা, বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সংস্থাটির ১৬ টি সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধি, আঞ্চলিক লীড সেন্টার, চীন, ভারত, ফিলিপাইন এবং থাইল্যান্ড ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা প্রতনিধি বিশেষ করে বিশ্ব খাদ্য সংস্থা (FAO), Southeast Asian Fisheries Development Centre (SEAFDEC) এবং the Secretariat of the Pacific Community (SPC) অংশগ্রহণ করেন।

প্রথম দিন: ২৫.০৪.২০১৭ তারিখ:

১। উদ্বোধনী অধিবেশনে সংস্থার প্রথা অনুযায়ী ২৮ তম গভর্ণিং কাউন্সিল সভার স্বাগতিক দেশ হিসেবে বাংলাদেশের পক্ষে মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সৈয়দ আরিফ আজাদ সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন এবং পরবর্তী গভর্ণিং কাউন্সিল সভার স্বাগতিক দেশ হিসেবে মালদ্বীপের প্রতিনিধিকে ভাইস- চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। অতপর সভায় আলোচনার জন্য প্রস্তাবিত provisional agenda কোন প্রকার সংশোধনী ছাড়াই সভায় গৃহীত হয়

২। সভার শুরুতে NACA'র মহাপরিচালক বিগত বছরে NACA কর্তৃক বাস্তবায়িত কার্যক্রম ও অর্জনের ওপর একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। তিনি সভায় অংশগ্রহণকারী সদস্য দেশের প্রতিনিধিগণকে স্ব স্ব দেশের প্রতিবেদন দাখিল পূর্বক আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য আহবান জানান। সদস্য দেশের প্রতিনিধিগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশের আতিথিয়তায় তাদের সন্তুষ্টির কথা জানান এবং অত্যন্ত সুন্দর একটি সভা আয়োজন করার জন্য বাংলাদেশকে ধন্যবাদ জ্ঞাপণ করেন।

৩। আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সদস্য দেশের সরকারের প্রতিনিধিগণের আলোচনার উলেখযোগ্য কিছু অংশ নিম্নে উলেখ করা হলো:

ইন্দোনেশিয়া তাঁদের দেশে লবস্টার, টুনা ও ধান ক্ষেতে ইল মাছের হ্যাচারি প্রযুক্তি সরবরাহের জন্য এবং তেলাপিয়া লেক ভাইরাস (Tilapia Lake virus – TiLV) – রোগটিকে Regional notifiable disease এর তালিকাভূক্ত করার জন্য অনুরোধ জানান। কম্বোডিয়া স্থায়িত্বশীল একোয়াকালচার উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের জন্য ভবিষ্যতে NACA এর সহযোগিতা ও সমর্থন বৃদ্ধি এবং সদস্য দেশগুলোতে গুণগত মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও জলজ প্রাণীর স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন। চীন তাদের দেশে মৎস্য খামার হতে বর্জ্য নি:সরণের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে মর্মে সভায় অবহিত করেন। ভারত জলজ প্রাণীর স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়টিকে একটি

চলমান সমস্যা হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে তা সমাধানে অধিকতর গুরুত্ব প্রদানের ওপর সদস্য দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এছাড়া Catlocarpio siamensis প্রজাতির মাছের seed সংগ্রহে NACA এর সহযোগিতা কামনা করেন। মিয়ানমার Silonia silondia প্রজাতির মাছের কৃত্রিম প্রজনন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে NACA এর সহযোগিতা চান। ভিয়েতনাম সমুদ্রের পানি অনুপ্রবেশের ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশের বিপর্যয়ের কথা উলেখ করে বলেন এতে Aquaculture মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থহচ্ছে। নেপাল Aquaculture সম্মৃদ্ধ করার জন্য broodstock গড়ে তোলার জন্য আগ্রহ ব্যক্ত করেন। এ প্রসংগে বাংলাদেশ ভাল মানের পাংগাস ব্রুড নেপালে সরবরাহের জন্য প্রস্তুত রয়েছে বলে সভায় উল্লেখ করা হয়।

সভার স্বাগতিক দেশ, বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বলা হয়, দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনের প্রায় ৫৬ শতাংশ মাছ চাষকৃত মাছ হতে আসে। কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত একুয়া- মেডিসিনাল (Aqua-medicinal products) পদার্থের ব্যবহার একটি উদীয়মান সমস্যা হিসেবে আবির্ভাব ঘটেছে। এ বিষয়ে যথাযথ পর্যবেক্ষণ ও নজরদারি বৃদ্ধির লক্ষ্যে সদস্য দেশগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য বাংলাদেশের পক্ষ হতে অনুরোধ জানানো হয়। উক্ত বিষয়ে স্বল্প পরিসরে গবেষণা ও যথাযথ অনুসন্ধান পরিচালনার লক্ষে কারিগরি সহায়তা প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগকে বাংলাদেশ স্বাগত জানাবে এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা সদস্য দেশের সরকারগণ প্রদান করবে এমন আশাবাদ ব্যক্ত করেন। কাঁকড়ার পোনা তৈরীর জন্য হ্যাচারি প্রটোকল প্রণয়ন ও কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ খামার পরিচালন প্রযুক্তির ওপর দক্ষ জনবল তৈরী ও সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়ে বাংলাদেশের প্রশিক্ষণ চাহিদা রয়েছে। খাঁচায় তেলাপিয়া মাছ চাষে রোগের আবর্তক প্রাদুর্ভাবের জন্য কিছু ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণকে চিহ্নিত করা হলেও খাঁচায় তেলাপিয়া চাষে অন্তর্নহিত অন্য কোন কারণ আছে কিনা তা অনুসন্ধানে আরও উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য সভায় আহবান জানানো হয়। মৎস্য চাষের উত্তম অনুশীলন, উদাহরণস্বরুপ পাবন ভূমিতে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি উন্নয়ন ও প্রকাশের লক্ষ্যে সদস্য দেশগুলোর বিশেষজ্ঞগণের কারিগরি সহায়তা গ্রহনের বিষয়ে বাংলাদেশ পরামর্শ প্রদান করে।

তথ্য আদান-প্রদান প্রক্রিয়ায় গতিশীলতা আনয়ন, বিশেষ করে রোগের প্রাদুর্ভাব ও প্রশিক্ষণের সুযোগ সম্পর্কিত তথ্য দ্রুততার সাথে আদান-প্রদানের জন্য বেশ কিছু সদস্য রাষ্ট্রের অনুরোধের প্রেক্ষিতে NACA সচিবালয় উক্ত বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছে বলে সংস্থাটির সচিবালয় সভায় অবহিত করেন।

৪। Regional Lead Centres এর পক্ষ হতে প্রতিবেদন পেশ ও আলোচনায় বাংলাদেশ ফিলিপাইনের লীড সেন্টারকে shrimp pathogen biobank, molecular markers Ges formalin-inactivated virus সংগ্রহের বিষয়ে আরও অধিকতর তথ্য সরবরাহের অনুরোধ করেন। এ বিষয়ে ভবিষ্যতে বাংলাদেশ ও RLCP এর মধ্যে সহযোগিতা সম্প্রসারণে NACA সচিবালয়কে অগ্রণী ভূমিকা পালনের জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

দ্বিতীয় দিন: ২৬.০৪.২০১৭
অংশগ্রহনকারী সহযোগি সংস্থা ও উন্নয়ন এজেন্সি:

১। সহযোগি উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে FAO, SEAFDEC এবং SPC স্বাগতিক দেশ হিসেবে ২৮তম GCM বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হওয়ায় বাংলাদেশ সরকারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

২। বিগত ২৭তম গভর্ণিং কাউন্সিল সভার সিদ্ধান্তের আলোকে সদস্য দেশগুলোর চাঁদার পরিমাণ বৃদ্ধির বিষয়ে সচিবালয়ের প্রস্তাব বিবেচনার জন্য NACA এর মহাপরিচালক সুপারিশ করেন। তিনি উল্লেখ করেন, বিগত ২৫ বছর যাবত সদস্য রাষ্ট্রের চাঁদার পরিমাণ একই রয়েছে। চাঁদার পরিমাণ বৃদ্ধির যুক্তিকতা তুলে ধরার জন্য NACA এর অর্জন ও সুবিধা সম্পর্কে উপযুক্ত প্রচার ও প্রকাশের জন্য সদস্য দেশগুলোকে অনুরোধ করা হয়। সভায় অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিগণ চাঁদা বৃদ্ধির বিষয়ে একমত পোষণ করেন এবং NACA সচিবালয়কে চাঁদা বৃদ্ধির বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে গ্রহনযোগ্য যুক্তিসহকারে তথ্য-উপাত্ত ও প্রমাণকসহ সদস্য দেশসমূহের সরকারের নিকট তুলে ধরার জন্য অনুরোধ করেন

৩। আঞ্চলিক সংস্থা হিসেবে NACA কে অত্যন্ত দক্ষ ও কার্যকরী সংস্থা হিসেবে গড়ে তুলতে FAO গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে বলে বাংলাদেশ মনে করে। এবং FAO এ বিষয়ে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহনকে NACA অভিনন্দন জানাবে।

৪। অধিবেশন সমাপ্তি পর্বে, অংশগ্রহণকারী সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ অত্যন্ত সুন্দর পরিবেশে NACA এর ২৮ তম গভর্ণিং কাউন্সিল সভা আয়োজনের জন্য বাংলাদেশকে ধন্যবাদ জানান। উক্ত সভা আয়োজনের জন্য মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়কে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপণ করা হয়। সদস্য রাষ্ট্র হতে অংশগ্রহণকারী সকল প্রতিনিধিদেরকে তাদের সাবলীল অংশগ্রহণ, মূল্যবান পরামর্শ প্রদান ও সহযোগিতার মাধ্যমে ২৮তম গভর্নিং কাউন্সিল সভাকে সাফল্যমন্ডিত ও ফলপ্রসু করার জন্য সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপণ করেন। স্থায়িত্বশীল মৎস্যচাষ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার এ ধারা আগামীতেও অব্যাহত থাকবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। সভায় অংশগ্রহনকারী সকল সদস্য রাষ্ট্রকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপনপূর্বক সভার সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়।

সম্পাদনা পরিষদ

উপদেষ্টা-
সৈয়দ আরিফ আজাদ
মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর বাংলাদেশ

সম্পাদনা পরিষদ-

এম আই গোলদার
পরিচালক (সামুদ্রিক) আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম - সভাপতি

মোঃ গোলজার হোসেন
উপপরিচালক (মৎস্যচাষ) - সদস্য সচিব

মোঃ আমিনুল ইসলাম
উপপরিচালক (অর্থ ও পরিকল্পনা) - সদস্য

ড. মোহা. সাইনার আলম
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ) - সদস্য

কায়সার মুহাম্মদ মঈনুল হাসান
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন-১) - সদস্য

আয়েশা সিদ্দীকা
সহকারী পরিচালক - সদস্য

মোহাম্মদ কামরুজ্জামান হোসাইন
প্রধান মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা - সদস্য

মোঃ বদরুল আলম শাহীন
সহকারী প্রধান - সদস্য

প্রতিবেদন প্রস্তুত ও তথ্য সংগ্রহ-
মোহাম্মদ কামরুজ্জামান হোসাইন, প্রধান মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা

ডিজাইন ও কম্পোজ:
সৈয়দ রাকিবুল মইন রুমি, সিনিয়র ফটো আর্টিস্ট

মৎস্য বার্তায় লেখা পাঠাবার ঠিকানা: মোহম্মদ কামরুজ্জামান হোসাইন, প্রধান মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, মোবাইল: ০১৭২০৫৬৭৯৪৪, E-mail: kjweldof@gmail.com, kzaman25@fisheries.gov.bd